

পরিক্ষার্থী- শ্যামল

১নং প্রঃ উঃ

১.আলেম ২. দানশীল ৩. মুজাহিদ

উপরোক্ত তিন ব্যক্তি সবার আগে জাহান্নামে যাবে। কেননা আলেম তার এলেম অর্জন করেছে এই জন্য যে, মানুষ তাকে আলেম বলবে।

দ্বিতীয়ত দানশীল সে দান করে এই জন্য যে মানুষ তাকে দানশীল বলবে।

তৃতীয়ত মুজাহিদ সে জিহাদ করে এই জন্য যে মানুষ তাকে মুজাহিদ বলবে।

এই কারনে উপরোক্ত তিন ব্যক্তি সবার আগে জাহান্নামে যাবে।

২নং প্রঃ উঃ

প্রত্যেক হৃদয়ের জন্মগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ফিতরাতের দিকে ফিরে যাওয়া। আর আল্লাহ মানুষকে তৈরী করেছেন সত্য ফিতরাত দিয়ে। তাই মানুষ মিথ্যার মাঝে নিপতিত থাকলেও যখন সে বুঝতে পারে সে মিথ্যার মাঝে আছে তখন সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন কওে এবং মিথ্যাকে বর্জন করে।

৩নং প্রঃ উঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) শ্রমিকদের মাঝে এই জন্য হাটতেন যাতে করে তাকে কেউ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে।

৪নং প্রঃ উঃ

মাসলামা বিন আবদুল মালেক (রা.) গর্ত করা শ্রমিকের সাথে এই জন্য হাশরের মাঠে মিলিত হতে চেয়েছিলেন যে, সৈনিকটি পূর্ণ এখলাসের সাথে গর্ত করে ছিলেন। তার কাজের মাঝে কোন রিয়া ছিলনা। তাই মাসলামা বিন আবদুল মালেক গর্ত করা সৈনিকের সাথে হাশরের মাঠে একত্রিত হতে চেয়েছেন।

৫নং প্রঃ উঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) রোমানদের বিরুদ্ধে মুখে কাপড় বেধে ১ঘন্টা যুদ্ধ করেছেন।

৬নং প্রঃ উঃ

আন্তরিকতা, একতা, সত্যনিষ্ঠতা ও এখলাস এই গুণগুলো ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি।

৭নং প্রঃ উঃ

তাওরাতে বলা হয়েছে কেউ যদি তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করে তাহলে সে তাতে নিপতিত হবে। কোরআনে আছে “কুচক্র কুচক্রকারীকে ঘিরে ধরে”।

৮নং প্রঃ উঃ

আল্লাহকে স্বরন করলে বিনিময়ে আল্লাহও তাকে স্বরন করে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে- فذكروني اذكركم

৯নং প্রঃ উঃ

সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ ব্যক্তির হলে আলেম, দানশীল ও মুজাহিদ ।

১০নং প্রঃ উঃ

কাফেরদের চক্রান্তের পরিণামে তাদের বাড়িঘরগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে ।
এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রাখা হয়েছে ।

১১নং প্রঃ উঃ

এই গ্রন্থে মানুষের হৃদয়কে ফুল ও ফলের সাথে তুলনা করা হয়েছে ।

১২নং প্রঃ উঃ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পার্থিব জীবন কামনা করে সে দুনিয়াতে সামান্য কিছু
পায় আর আখেরাতে সে কিছুই পাবে না । তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের
আগুন । আর যা কিছু উপার্জন করেছে তা তার জন্য জাহান্নামের খোরাক
হবে ।

১৪নং প্রঃ উঃ

সালফে সালেহীনরা জানতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ভিতরের
অবস্থা এবং বাহিরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন । আর মানুষের ভিতরে
যাই থাকুকনা কেন তা এক সময় না এক সময় আল্লাহ তা প্রকাশ করে
দিবেন । আর মানুষ যদি তার ভিতরে এক রকম আর বাহিরে আরেক রকম
হয় তাহলে সে এই অবস্থায় বেশী সময় অতিবাহিত হতে পারবে না এক
সময় তার প্রকৃত অবস্থা আমলের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যাবে । চাই তা ভাল

হোক বা খারাপ হোক । এজন্য সালাফরা তাদের ভিতরের অবস্থা বাহিরের অবস্থা থেকে উত্তম হওয়ার জন্য দোআ করতেন ।

১৩নং প্রঃ উঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন । তিনি একই সাথে মুজতাহিদ এবং মুজাহিদ ছিলেন । তিনি অত্যাচারিত বাদশাহর বিরুদ্ধে হক কথা বলতেন । তাই তাকে অনেক অত্যাচার করা হত । একবার উনাকে উটের পিঠে বেধে গোটা শহর ঘুরানো হয় । আর দুষ্ট বাচ্চাদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয় । তারা ইমামকে হেয় প্রতিপন্ন করে । এত অত্যাচারের পরও তিনি হকের পথ থেকে পিছপা হননি ।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনদের নেতা ছিলেন । তিনি একমাত্র আল্লাহর জন্য ইসলামী আন্দোলন করে গেছেন । এর জন্য তাকে অনেক অত্যাচারিত হতে হয়েছে । তিনি শেষ জীবনে তাগুতের কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং তাকে ফাসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয় । কারাগারে তাকে অকেন নির্যাতন করা হয় । তাই তাকে অধিকাংশ সময় কারাগারের হাসপাতালে থাকতে হত । তাকে দুনিয়াবী বড় বড় পদের লোভ দেখানো হয় । কিন্তু তিনি তা সব আল্লাহর জন্য বর্জন করেন । কেউ তার সাথে দেখা করতে গেলে তাকে দুঘন্টা ধরে গরম পানি দ্বারা গোসল করানো হত । তিনি তার জীবনে অনবদ্য তাফসির গ্রন্থ ফি- যিলালির কোরআন রচনা করে গেছেন । যা আজ পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত । এছাড়াও উক্ত কিতাব থেকে সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) সম্পর্কে জানা যায় ।